আমাদের দাওয়াত

হাসানুল বান্না

অনেক সময়ে তোমরা আলোচনা কর এবং মনে কর যে, বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে গেছে, বুঝ বোঝানো ও মনের কথা যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তোমরা যাদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছ, সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল রাজপথের দিশা দিয়েছ, তাদের সামনে যে বক্তব্য রাখা উচিত ছিল, তা প্রভাত অথবা দিবা সূর্যের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তোমরা বিস্মিত হও যখন তোমরা দেখ যে, লোকে কিছুই বোঝেনি। বক্তব্য যেমন ছিল, তেমনিই রয়েছে এবং যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে।

আমি এরকম বহু দেখেছি, অনেক স্থানে আমার এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার মতে এর দু'টি কারণ হতে পারে, বক্তা ও শ্রোতার মানদণ্ড স্বতন্ত্র। বক্তার মানদণ্ড যা হয়তো শ্রেতার মানদণ্ড তা নয়। একজন বক্তা একটি বক্তব্যকে যে আলোকে দেখে শ্রোতা হয়তো সেভাবে দেখে না। এজন্যই বক্তব্যের পার্থক্য হয় অথবা বক্তব্যটিই অস্পষ্ট অথচ বক্তা তাকেই সুস্পষ্ট মনে করে।

মানদণ্ড ঃ

আমার ইচ্ছা যে, আজ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। 'ইখওয়ান'-এর দাওয়াত কি? এ দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? এর পদ্ধতি ও মাধ্যম কি? আমি চাই এসব বিষয় আজ দিবাকরের মত পরিষ্কার হয়ে যাক। অবশ্য এর প্রথমেই আমি আলোচনা করব, আমাদের মানদণ্ড কি? কোন নিরীক্ষা যন্ত্রে আমরা এসব বিষয় পরীক্ষা করব। তাছাড়া অত্যন্ত সহজ ও বোধগম্য ভাষায় আমরা বক্তব্য পেশ করব তাহলে যে কোন সত্য সন্ধানীই সহজে তা বুঝতে পারবে। আমদের মানদণ্ড ও নিরীক্ষাযন্ত্র হলো আল্লাহ্‌র কিতাব । এ থেকেই আমরা প্রেরণা প্রাপ্ত এর মণি-মুক্তায় আমরা সমৃদ্ধ, এর সিদ্ধান্তের কাছেই আমাদের মস্তক অবনত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও মানদণ্ড সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। কিতাবে এলাহীর নিরীক্ষা যন্ত্র হওয়ায় কারো দ্বিধা নেই।

হে আমাদের জাতি!

কোরআনে করীম পূর্ণাঙ্গ কিতাব। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, আমাদের আকীদা কি হবে? সামাজিক কল্যাণের বুনিয়াদ কি হবে? আমাদের আইন-কানুন কি হবে? ইহাতে কিছু করার আদেশ এবং কিছু না করার নিষেধ দুই রয়েছে। মুসলমান কি কোরআনে পাকের অনুসরণ করছে? ইহাতে বর্ণিত আকায়েদ সম্পর্কে তারা ধ্যান করছে? আলোচনায় যদি সিদ্ধান্তা এই হয় যে, ইতোপূর্বেই আমরা এসব কাজই সমাধা করে ফেলেছি, তাহলে আমরা শত ধন্যবাদের যোগ্য। কারণ আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হয়েছি। কিন্তু যদি দেখা যায় যে; আমরা কোরআনী রাজপথ থেকে দূরে এবং কোরআনী হুকুম-আহকাম থেকে গাফেল, তাহলে আমাদের ফরজ হবে নিজেরা এ পথে ফিরে আসা এবং আপন অনুসারীদেরও এ পথে ফিরিয়ে আনা।

কোরআনে জীবনের লক্ষ্য ঃ

কোরআন পাক সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে, মানুষের জীবনে কি কি আশা ও উদ্দেশ্য হতে পারে। এক শ্রেণীর লোকের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল পানাহার ও ভোগ-বিহার।

"কাফেররা কেবল ভোগে মত্ত এবং পশুর মত খায় এবং তাদের ঠিকানা দোযখ।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ ১২)

"নারী, ছেলে-সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, চিহ্নিত ঘোড়া এবং পশু ও শস্যাদির ভালবাসা মানুষকে মুগ্ধ করেছে, এগুলো দুনিয়ার জীবনোপকরণ। আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম স্থান রয়েছে।" (সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১৪)

এক শ্রেণীর লোক আছে, বিশৃঙ্খলা করা, অন্যায়প্রীতি এবং দুর্যোগ সৃষ্টি যাদের অভ্যাসঃ

"এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যাদের দুনিয়া সংক্রান্ত কথা তোমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং তাদের নিয়তের ব্যাপারে আল্লাহ্ সাক্ষী করে। অথচ এরা কঠোর দুশমন এবং তারা যখন তোমাদের কাছে থেকে চলে যায়, তৎপর হয়ে যায় তারা দুনিয়ার বিবাদ সৃষ্টি এবং শস্যাদি ও মানুষের ধ্বংস সাধনে এবং আল্লাহ্ বিবাদ পছন্দ করেন না।"

সাধারণতঃ এগুলোই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ এসব থেকে পবিত্র রেখেছেন। এদেরকে তিনি আরো মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাদেরকে তিনি এমন একটি জিম্মাদারী প্রদান করেন যা এসব থেকে অনেক মহৎ ও উন্নত। তা হলো মানুষের পথপ্রদর্শন, মানবতার কল্যাণ কামনা এবং সারা বিশ্বে ইসলামের মশাল প্রজ্বলিত করা। সুতরাং এরশাদ হচ্ছেঃ

> **"হে ঈমানদাররা! রুকু কর, সেজদা কর, আপন প্রভুর এবাদত কর এবং ভাল কাজ কর, মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের মত জিহাদ কর, ইহাই তোমাদেরকে সম্মানিত করেছে এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর বাধা রাখেনি। আপন পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম গ্রহণ কর। তিনিই তোমাদের নাম প্রথম মুসলমান রেখেছেন, বর্তমানেও তোমাদের নাম তাহাই। তাহলে রাসূল তোমাদের সাক্ষী হবেন আর তোমরা সাক্ষী হবে মানুষের জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে মজবুত করে ধর এবং তিনিই কত উত্তম সাহায্যকারী!"** (সূরা হজ্জ্ব ২২ঃ ৭৭-৭৮)

মুসলমানরা সমগ্র মানবতার পৃষ্ঠপোষক। তারা সারা বিশ্বের নেতা ও পরিচালক। তারা উক্ত পবিত্র ও উন্নত লক্ষ্যে পৌছেছে, কেবল এজন্যেই তাদের এ মর্যাদা। এ জন্য নেতৃত্ব আমাদের কাজ, পাশ্চাত্যের নয়; পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার ইসলামেরই রয়েছে, পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার নয়।

মুসলিমের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগে, ভোগে নয় ঃ

অতঃপর আল্লাহ্ আরো পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, মু'মিন এ উদ্দেশ্যে তার সমুদয় সম্পদ উৎসর্গ করে রেখেছে, সে নিজের সবকিছু আল্লাহ্র কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তার কাছে এখন যা কিছু আছে, কিছুই তার নয়, সমস্তই আল্লাহ্র, জান-মাল, কিছুই তার নয়। তার কাছে যা কিছুই রয়েছে, তা সবই এ জন্য যে, এ দাওয়াত অধিক থেকে অধিকতর প্রসার লাভ করবে এবং মানুষের মন ও প্রাণে ইহার প্রাধান্য হবে। সুতরাং এরশাদ হচ্ছেঃ

> **"আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।"** (সূরা আত-তওবাহ ৯ঃ ১১১)

মুমিন নিজ দাওয়াতের স্বার্থে দুনিয়া ত্যাগ করে; উদ্দেশ্য এ কোরবানীর বিনিময়ে আখেরাতে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করবে। অনুরূপভাবে একজন বিজয়ী মুসলিম মূলতঃ এমন একজন ওস্তাদ, যিনি ওস্তাদের সকল গুণে গুণান্বিত, নূরে হেদায়েতের বাস্ত বরূপ এবং নম্রতা ও দয়ার দৃষ্টান্ত। অপরদিকে ইসলামের বিজয় বস্তুতঃ তাহজিব-তামাদ্দুনের বিজয় এবং ইসলামের প্রসার মূলতঃ আল্লাহ্র এরশাদ ও নবীর শিক্ষার প্রসার। একদিকে দ্বীন ইসলামের এ সেবা অপরদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পাশবিক তৎপরতা এ দুয়ে কোন মিল আছে কি?

কোথায় সংস্কারক আর কোথায় আমাদের দোষ! প্রিয় বন্ধুরা! তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কসম, মুসলমান কি আল্লাহ্র কিতাবের তাৎপর্য বুঝেছে ? তাদের চিন্তা ও খেয়ালে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্তর ও আত্মায় বলিষ্ঠতা এসেছে? তারা বস্তুপূজা থেকে আজাদ ও প্রবৃত্তির আনুগত্য থেকে পবিত্র হয়েছে। নীচতা ও হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত হয়েছে? তারা বিশ্ব-স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য-কাবাও ধ্যান-কেবলা নির্ধারণ করেছে? তাদের মধ্যে কি 'কলেমা' এ হক এর প্রচার এবং আল্লাহ্র পথে শিরদান ও আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে? তারা দ্বীনের প্রচার ও শরীয়তের হেফাজতে কি বদ্ধপরিকর? অথবা এখনও প্রবৃত্তির দাস এবং লোভ-লালসার গোলাম, নরম ও রাসালো আহার, ঠাঁটদার সওয়ারী, মিষ্টি-মধুর রাত, ডানাকাটা পরীরূপ নারী, মেকীসাজসজ্জা এবং অন্তঃসারশূন্য উপাধিই তাদের কামনা? রসূলুল্লাহ ঠিকই বলেছেনঃ নিপাত যাক দীনারের দাস, ধ্বংস হোক দেহরামের দাস, ধ্বংস হোক রেশমের গোলাম।"

লক্ষ্যই মূল এবং কাজ এর শাখা ঃ

যেহেতু লক্ষ্যই আমাদের প্রেরণাদায়ক, ইহাই আমাদের দিশারী ও পথপ্রদর্শক এবং এক্ষেত্রে মন বিক্ষিপ্ত ছিল, এর উপর ছিল স্ত রে স্তরে অন্ধকারের পর্দা সেহেতু এর ব্যাখ্যাও নিরূপণ প্রয়োজন ছিল। আমরা মনে করি আপাততঃ এর বিশেষ বিশ্লেষণ হয়েছে এবং এতে কোন বিতর্ক নেই যে, আমাদের দায়িত্ব হলো দুনিয়ার নেতৃত্ব দান, মানবতার পথপ্রদর্শন, ইসলামের সে সকল কল্যাণ বিধান ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ যা ছাড়া সৌভাগ্যের পথ খোলা সম্ভব নয়।

আমাদের উদ্দেশ্যের উৎস ঃ

এই সেই পয়গাম যা প্রচার করি। আমরা চাই মুসলিম জাতি ইহা ভাল করে উপলব্ধি করুক। অতঃপর দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে এজন্য প্রস্তুত হোক। এ পয়গাম 'এখওয়ান'-এর স্বভাব-সৃষ্টি বা গৃহ তৈরী নয়। ইহা তাদের মনের বিকার বা মস্তিস্কের সৃষ্টিও নয়। এতো সেই পয়গাম, যা কোরআনের প্রত্যেক আয়াতে নিহিত, মহানবীর হাদীসের মাধ্যমে ঘোষিত, দ্বীনদারী ও ইসলাম বিশারদ হিসাবে নজীরবিহীন আদি ইসলামী পর্বের পবিত্র ব্যক্তিদের কর্মধারায় রূপায়িত।মুসলমান যদি এ পয়গাম শুনতে প্রস্তুত হয় তাহলে এ হবে তাদের ঈমান ও ইসলাম সুস্থতার প্রমাণ । আর তারা যদি এতে কোন ক্ষতি অনুভব না করে অথবা তাকে দুর্বল নগণ্য ও অগ্রাহ্য মনে করে তাহলে, ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব, ইহা ইনসাফের সাথে আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে যে, সত্যের সাহায্য আমরা পেয়েছি কিনা?

"আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে সঠিক ফয়সালা করে দাও, তুমিই উত্তম ফয়সালাকারী।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭ঃ ৮৯)

একটি প্রসঙ্গ কথাঃ অনেক ভাই আমাদের সমালোচনা করেন। অথচ আমরা মনে-প্রাণে ভালবাসি তাদের কল্যাণ, মুক্তি ও কামিয়াবীর জন্য আমরা আমাদের জান-মাল, স্বাস্থ্য-শক্তি সবই ত্যাগ করি। আমরা এ পথে জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছি। এখন না জানের চেতনা আছে, না মালের চিন্তা আছে। এজন্য আমরা বিবি-বাচ্চাদের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

অনেক ভাল হতো এ সমালোচক সাহেবরা যদি আমাদের সে জওয়ানদের চিনতে পারতেন, যাদের চক্ষু নিদ্রার সাথে পরিচিত নয়। মানুষ যখন মধুর ঘুমে মগ্ন তখন তারা আপদমস্তক কর্মসংগ্রামে লিপ্ত থাকে। চিন্তাহীনরা যখন স্বপ্নে বিভোর তখন তারা আসর থেকে শুরু করে মাঝামাঝি রাত পর্যন্ত স্বীয় অফিসে ঘর্মাক্ত প্রাণান্ত কাজে ব্যস্ত। সারা মাসই তাদের এ অবস্থা। মাস শেষে নিজেদের পাওনা এনে আন্দোলনের পদপ্রান্তে বিলিয়ে দেয়। তারা নিজেদের মাল দ্বারা আপন উদ্দেশ্যের খেদমত করে। তারা জামাতের খরচকে নিজেদের খরচ মনে করে। এ সময়ে তারা তাদের কোরবানী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত জাতি-সন্ত ানদেরকে ইঙ্গিতে বলতে থাকেঃ আমরা এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমাদের প্রতিদান তো আল্লাহ্‌ই দিবেন। আল্লাহ্‌ আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা জাতিকে খোঁটা দিচ্ছি না, খোঁটা দিবই বা কেন? আমরা তো তাদেরই এবং তাদেরই জন্য। এসব কোরবানীর কথা আমরা এজন্য বললাম যে, জাতি যেন আমাদের দাওয়াত উপলব্ধি করে এবং আমাদের আহ্বানে সাড়ে দেয়।

সম্পদ কোথা থেকে আসে ঃ

আমাদের যেসব বন্ধুরা দূর থেকে 'এখওয়ান' এর প্রতি তাকান এবং পাহাড়ের টিলা থেকে তাদের প্রতি নজর করেন, তারা বিস্মিত যে, এত খরচ এরা করে কোথা থেকে? এত সম্পদ কোথা থেকে আসছে, এই বিরাট আন্দোলনের জন্য যা যথেষ্ট, দিন তা বেড়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ বর্তমানে সময়ও খুবই কঠিন এবং মানুষের মনে উদারতাও তেমন নেই। তাদের জানা দরকার যে, দ্বীনী আন্দোলনের জন্য সম্পদের পূর্বে ঈমান দরকার, বিপুল পুঁজির আগে দুরকার দৃঢ় বিশ্বাস, খাঁটি মু'মিন পাওয়া গেলে কামিয়াবীর সমস্ত উপায় উপকরণের ব্যবস্থা হয়েই যায়। 'এখওয়ান' এর সামান্য সম্পদ যা তারা তাদের উপার্জন থেকে সঞ্চয় করে এবং সাংসারিক খরচ থেকে জমিয়ে রাখে এবং পরিপূর্ণ আনন্দ ও বদান্যতার সাথে আন্দোলনের জন্য খরচ করে, আর মনে মনে ভাবে যে, তাদের কাছে কিছুই নেই সে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগ্ন মনে আক্ষেপ করে যে, তার কাছে আল্লাহ্‌র পথে দেওয়ার মত কোন অর্থ নেই। এই সামান্য মাল এবং মজবুত ঈমানে যে জন্য আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞ এবাদতকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আর নিষ্ঠাবান কর্মীদের জন্য রযেছে কাশিয়াবী। যে আল্লাহ্‌র হাতে সকল কাজের সূত্র সে আল্লাহ্‌ 'ইখওয়ান' এর প্রত্যেকটি পয়সার বরকত দেন।

"আল্লাহ্‌ সুদকে সংকুচিত করেন এবং ছদকা বৃদ্ধি করেন।" (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ২৭৬)

"পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় যারা যাকাত দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে থাকে।"
(সূরা আর-রূম ৩০ঃ ৩৯)

আমরা ও রাজনীতি ঃ

অনুরূপভাবে কিছু লোক বলে যে, এখওয়ানরা রাজনৈতিক লোক, তাদের দাওয়াত একটি রাজনৈতিক আহ্বান। এর পিছনে কিছু ব্যক্তি-স্বার্থ রয়েছে। জানি না আমাদের জাতি কত অপবাদ দিবে, আপধারণা ও সংকীর্ণ চিন্তা করবে, কতকাল তারা দুর্নাম করে আমাদের অন্তরকে ঝাঁজরা করবে এবং কতকাল তারা নিছক ধারাণার বশে সত্যকে বারবার প্রত্যাখ্যান করবে। অথচ বাস্তব প্রমাণাদি এদের পক্ষে রয়েছে।

হে আমাদের জাতি! আমাদের এক হাতে কোরআন, অপর হাতে সুন্নাহ এবং সামনে রয়েছে বুজুর্গদের কাজের উদাহরণ। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, দাওযাত চিচ্ছি ইসলামী শিক্ষার, ইসলামী আহকামের এবং ইসলামী হেদায়েতের। এখন তোমাদের কাছে এটা যদি রাজনীতি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ইহা আমাদের রাজনীতি এবং যারা এ মূলনীতির প্রচার করে তারা যদি রাজনীতিক হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, আমরাও রাজনীতিক। তোমরা যদি চাও, এটাকে রাজনীতি বল, বক্তব্য যখন পরিষ্কার, উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট, তখন নামে কোন ক্ষতি নেই।

হে আমাদের জাতি! শব্দের জন্য সত্য ছেড়ে দিবে না। নামের জন্যে উদ্দেশ্য ভুলে যাবে না। সেই রাজনীতিই তো ইসলমী রাজনীতি যা থেকে উৎসারিত হয় স্থায়ী মুক্তি ও সমৃদ্ধি। ইহাই আমাদের রাজনীতি। কখনো আমরা এ থেকে বিরত হতে পারব না। তোমরা নিজেরাও এ রাজনীতি গ্রহণ কর এবং অন্যকেও গ্রহণের আহ্বান জানাও । কারণ, ইহাই তোমাদেরকে আখেরাতে সম্মানে মন্ডিত করবে। কিন্তু তোমরা যদি দ্বিধাগ্রস্ত হও, তাহলে ঘাবড়াবার কিছু নেই, অচিরেই সত্য উদঘাটিত হচ্ছে।

আমাদের জাতীয়তাবাদ ও এর ভিত্তি ঃ

আমার ভাই এসো মহান প্রতিপালকের সে মর্মস্পশী আহ্বানে সাড়া দেই, যদ্বারা সমগ্র সমগ্র আলোড়িত। পৃথিবী ও সপ্ত আকাশ কম্পমান। মু'মিন যখন সে ডাক শোনে, আকাশ, পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টির যার প্রতি সর্বাঙ্গ কর্ণপাতরত সৃষ্টির উদ্দেশ্য রাসূলে আমীনের আহবানকাল থেকেই-তাতে আত্মহারা ও দেওয়ানা হয়ে যায়। মু'মিন যখন সে আওয়াজ শোনে, ইজ্জত ও গৌরবের ও চরমতম প্রেরণায় তার বক্ষ উদ্বেলিত হতে শুরু করে।

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের বন্ধু।" (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ২৫৬)

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ভাই! ইহা তোমাদের প্রতিপালকের আওয়াজ। তিনি তোমায় ডাকছেন। হে আল্লাহ্! হাজির রয়েছি, আমরা হাজির রয়েছি। প্রশংসা তোমারই, শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী তুমিই। তোমার প্রশংসা করার মত আমাদের ভাষা কোথায়? তুমিই তো মু'মিনদের বন্ধু, দ্বীনের খাদেমদের মদদগার এবং ঘর থেকে বিতাড়িত ও দেশ থেকে বহিষ্কৃত মজলুমদের আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারী। সন্দেহ নেই যে, যে তোমার আশ্রয়ে রয়েছে তার কোন ভয় নেই; যে তোমার ছায়াতে রয়েছে তার কোন চিন্তা নেই।

"আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী!" (সূরা হজ্জ্ব ২২ঃ ৪০)

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ভাই! এসো কোরআনের মরমী আহ্বান শুনি, উজ্জ্বল আয়াতগুলো পাঠ করি, এদের মাধুর্য থেকে স্বাদ আস্বাদন করি। কোরআন পাকের পত্রে পত্রে আল্লাহের সৌন্দর্যের বিকাশ রয়েছে, এসো, কত প্রেরণাদায়ক এসব আয়াত।

১) **"আল্লাহ্ তাদের বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।"** (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ২৫৬)

২) **"তোমাদের মাওলা তো আল্লাহ্ই। তিনি উত্তম মদদগার।"** (সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১৫০)

৩) **"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তার রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, যারা সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেয় এবং অবনত।"** (সূরা আল মা'য়িদা ৫ঃ ৫৫)

৪) **"আমার পৃষ্ঠপোষক তো আল্লাহ্ই যিনি কিতাব আবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই তো সংকর্মশীলদের বন্ধু।"** (সূরা আল-আ'রাফ ৭ঃ ১৯৬)

৫) **"বলে দাও, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের মাওলা। মু'মিনদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা রাখা উচিত।"** (সূরা আত-তওবাহ ৯ঃ ৫১)

৬) **"শুনে রাখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের জন্য কোন ভয় নেই, তারা কখনো চিন্তিত হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে।"** (সূরা ইউসুফ ১০ঃ ৬২-৬৩)

৭) **"এটা এজন্যে যে, যারা ঈমান এনেছে, তাদের মাওলা আল্লাহ্ এবং কাফেরদের কোন মাওলা বন্ধু নেই।"** (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ ১১)

দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন, তোমাদেরকে আপন পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবত্ব দান করেছেন এবং তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার আসন ও মুকুট দান করেছেন।

"ইজ্জতের মালিক তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরা। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।" (সূরা মুনাফিকূন ৬৩ঃ ৮)

মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ

"কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাবারক তা'আলা বলবেন, হে আমি সন্তান! আমি একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি এবং তোমরাও গোষ্ঠী তৈরী করেছ আর বলেছ "অমুকের ছেলে অমুক।" আমি বলেছি, তোমাদের সবচেয়ে উত্তম সে, যে সবচেয়ে বেশী খোদভীরু। অতএব আজ আমি আমার গোষ্ঠীকে বড় করে তোমাদের গোষ্ঠীকে হীন করব।"

বন্ধুরা আমার! এ জন্যেই বুজুর্গরা রব্বানিয়াতকেই এই গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কে রেখেছেন। তারা আল্লাহ্র সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্বে গৌরবান্বিত এবং তাঁদের নামায ও তৎপরতা সবই ছিল রব্বানিয়াতের সাজে সজ্জিত। যেমন জনৈক সজ্জন স্বতঃস্ফুর্তবঅবে বলে উঠেনঃ

"তোমরা আমাকে, হে আল্লাহ্র বান্দা বলেই ডাকবে, কারণ, এ নামই আমার সবচেয়ে প্রিয়।"

অপর এক সৎ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলো তোমার পিতা তামীমী না কায়সী সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়ঃ

"তামীমী ও কায়েসের সন্তান পরিচয়ে মানুষ যখন অহংকার করে তখন আমি অহংকার করি এই বলে যে, আমি ইসলামের সন্তান।"

সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখর ঃ

প্রিয় ভাইরা! বংশ ও গোষ্ঠী নিয়ে মানুষ কেন আহংকার করে? এর একমাত্র কারণ, তারা দেখতে পায় যে, পূর্বপুরুষদের পর্যায়ে উচ্চতর গৌরব ও সম্মান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তারা স্বদেশ সন্তান ও জাতির যুব শ্রেণীর মধ্যেও সেই সম্মান ও গৌরববোধ জাগাতে চায় । এ ছাড়া এ প্রেরণার পিছনে তৃতীয় কোন কারণ নেই। অতএব সামান্য চিন্তা কর, দেখতে পাবে, রব্বানিয়াতের মধ্যে মানুষ মাত্রই কামনা করে এমন সুউচ্চ গৌরব ও সম্মান নিহিত রয়েছে। **"সমস্ত সম্মান তো আল্লাহ্র জন্যেই।"** (কোরআন)

তাছাড়া এতে এমন উন্নত জিনিস রয়েছে যা তোমাদেরকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছাতে সক্ষম এবং তোমাদেরকে কর্মতৎপর জাতিসমূহের পাশাপাশি উদ্যোগী করা ও উন্নতির জন্য তোমাদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে সমর্থ। তোমরা "রব্বানী" হবে। এর চেয়ে মর্যাদা ও গৌরব এবং ইজ্জত-সম্মান আর কি হতে পারে। আল্লাহ্ অকারণে বলেননি যে,

"বরং তোমরা রব্বানী হও, কারণ, তোমরা অন্যদের কিতাব পড়াচ্ছ এবং নিজেরাও পড়ছ।"

শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস ঃ

রব্বানী হলে আরো একটি উপকার আছে। আর সে লোকই এ উপকারের হতে পারে যে, সেচ্ছায় এ হার গলায় পরিধান করে। তা হলো, ঈমানের ব্যাপক প্রেরণা, কামিয়াবীর সুদৃঢ় প্রত্যয় এতে মন প্রফুল্ল হয়, আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ কওে। ফলে মন নির্ভীক হয়। সারা দুনিয়া যদি একপক্ষে যায়, সমস্ত মানুষ যদি তোমার আকিদার বিরোধী এবং মূলনীতির দুশমন হয়, তাহলেও তোমাদের মধ্যে ভয়-ভীতির নাম পর্যন্ত থাকবে না।

এরা তারাই, লোকেরা যাদের বলেছে যে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তোমরা তাদের ভয় কর, অতঃপর তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা বলেছে আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ই আমাদের উত্তম অভিভাবক।

এটা কি স্বাভাবিক যে, এই ক্ষুদ্র ও নিরস্ত্র ইসলমী সেনাদের একজন সাধারণ সিপাহী ভয়াবহ দুর্দান্ত সেনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানী চেতনা ও বীরত্বের স্ফুলিঙ্গ এভাবেই প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তার চেহারায় ভয়-ভীতির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাবে না। বস্তুতঃ সে আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করতেই জানে না। কোন মু'মিনের মনের মণিকোঠায় যখন তার রব -এর ডাক ধ্বনিত হতে থাকেঃ

"আল্লাহ্ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেহই তোমাদের হারাতে পারবে না।" (সূরা আলি 'ইমরান ৩ঃ ১৬০)

তখন সে কত প্রবল শক্তি অনুভব করে, সুতরাং এত শক্তির অধিকারী হওয়ার পর কোন শক্তির কাছে তার পরাজয়ের কি অর্থ হয়?

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ঃ

মানুষের রব্বানী হওয়ার সিদ্ধান্ত সামগ্রিক উন্নতির দিকে অত্যন্ত মোবারক ও সক্রিয় পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে। যাতে বিভিন্ন জাতি ও এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দীপ প্রজ্বলিত হবে, পারস্পরিক সম্পর্কে ও সাহায্যের পরিধি ব্যাপক হবে এবং নির্বাপিত হবে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি স্বার্থের সে সমস্ত শিখা আত্ম-অহংকার যার সুষ্ট, যার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ইস্পাত কঠিন সম্পর্ক এবং জ্বলে ওঠে পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার আগুন। সুতরাং এমন কে অছেন, যিনি গোটা বিশ্বকে আল্লাহ্র পতাকাতলে সমবেত করতে পারেন?

কাল যা স্বপ্ন ছিল আজ তা সত্য ঃ

অনেক দিন হয়ে গেছে, মুসলমান এসব কথা শুনেছে। এজন্য আমাদের বক্তব্য তাদের কাছে আশ্চর্য, অদ্ভুত এবং অবোধ্য মনে হয়। অনেকে বলেও-এদের হয়েছে কি? এরা এসব অসম্ভব কথা কেন লিখে? এরা স্বপ্ন ও ধ্যানরাজ্যে ভ্রমন করছে কেন?

একটু অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধারণ কর আমার দ্বীনী ভাই! আজ যেসব কথা তোমাদের কাছে অভিনব মনে হচ্ছে, গত দিনে তা-ই তোমাদের বৃজুর্গদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সম্ভব ছিল। মনে রেখ, তোমাদের প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না, যদি না তোমাদের মধ্যে তাদেরই মত দৃঢ়প্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মে। যখন প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হয় এবং সদ্য মুসলমানদের হস্তগত হয়, আজ আমরা যা বলছি, তখন তারা তা-ই বুঝেছিলেন।

আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি এটাই "এখওয়ান" এর বিশ্বাস। এ থেকেই তারা কল্যাণ আশা করে। এজন্যই তাদের জীবন, এতেই তাদের সকল কাম্য, আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তি।

"যারা ঈমান এনেছে, তাদেরও কি সময় হয়নি আল্লাহ্র স্মরণে এবং অবতীর্ণ সত্যের কাছে অবনত হবার এবং তাদের মত হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব প্রদান করা হয় এবং তারা তাতে অধৈর্য হয়ে ওঠে। অতঃপর তাদের মন কঠিন হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসেক।" (সূরা আল হাদিদ ৫৭ঃ ১৬)

আমার ভাইয়েরা, এ মৌল বিষয় সম্পর্কে তোমরা যখন তাদের সাথে একমত, তখন স্মরণ রেখ রব্বানীয়াতের এ উন্নত সম্পর্কের দাবী হলো এই যে, তোমরা তোমাদের প্রভু কর্তৃক তোমাদের উপর অর্পিত জিম্মাদারী পরিপূর্ণ উপলব্ধি করবে এবং এজন্যে চেষ্টা সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও কোরবানী করা তোমাদের স্বভাবে পরিণত হবে।

তাহলে, উত্তর দাও, তোমরা কি প্রস্তুত?

মুসলিমের জিম্মাদারী ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা একটিমাত্র আয়াতে মুসলিমের জিম্মাদারীর কথা সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর কোরআনে কারীমে বারবার এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। আয়াতটি হলোঃ

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর এবং তোমাদের রবের এবাদত কর এবং ভাল কাজ কর, তাহলে তোমরা মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের মত জিহাদ কর। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের জাতিভুক্ত। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন আগে এবং এখনও তোমাদের নাম তা-ই রাখা হলো, যেন তোমাদের ব্যাপারে রাসূল এবং মানুষের ব্যাপারে তোমরা সাক্ষ্য দিতে পার। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে মজবুত করে ধর। তিনি তোমাদের উত্তম বন্ধু, তিনি কত উত্তম বন্ধু এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।” (সূরা হজ্জ্ব ২২ঃ ৭৭-৭৮)

কত পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এ বক্তব্যটি। এতে সামান্যতম অস্পষ্টতাও নেই। আল্লাহ্‌ই জানেন, ইহা কত রসসিক্ত। এতে কত দিশা রয়েছে। ইহা সম্পূর্ণ সুবেহ সাদেকের মত উজ্জ্বল এবং নূরের মত আলোকিত, ইহা কানে বাজে, অন্তরে আঘাত করে। মুসলমানরা কি তা শোনে না, না তাদেও অন্তর তালাদ্ধ যে, বোঝে না?

আমাদের প্রভুর হুকুম হলো-আমাদেরকে রুকু করতে হবে, সেজদা করতে হবে, নামায কায়েম করতে হবে। মূলতঃ এগুলোই এবাদতের প্রাণ, ইসলামের খুঁটি এবং ঈমানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করতে হবে। এ নেক করার মধ্যে গুনাহ না করার নির্দেশ রয়েছে। প্রথমতঃ নেক কাজ তো হলো পাপ না করা। এ বক্তব্যটি কত ব্যাপাক এবং হৃদয়গ্রাহী অতঃপর তিনি এর পরিণামে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং কামিয়াবী ও মুক্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন । ইহা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। তা পালন করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। সে নির্জনে থাক অথবা মগ্নাবস্থায় ঘরে থাক অথবা বাজারে-সর্বাবস্থায় ইহা মুসলমানের ফরজ।

মানবতার অধিকার ঃ

অতঃপর আমাদেরকে তিনি বলেছেন, আমরা যেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করি, বিভিন্ন উপায়ে এর প্রচার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করি এবং লোকদেরকে সম্‌জিয়ে বুঝিয়ে এদিকে আকৃষ্ট করি। কিন্তু এর উত্তরে তারা যদি জুলুম, বাড়াবাড়ি ও হঠকারিতা করে তাহলে আমাদেরকে তলোয়ার কোষমুক্ত করতে হবে।

মানুষ যদি মুক্তির উত্তরে জুলুম করে, অত্যাচার দ্বারা যুক্তির মোকাবেলা করে, তাহলে দুনিয়ায় সন্ধির চেয়ে যুদ্ধ উত্তম।

শক্তির সাহায্যে অধিকার সংরক্ষণ ঃ

অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি নির্ভুল উপায়, কত ভাল হতো, যদি অধিকার ও শক্তি পরস্পর বন্ধু হতো” জনৈক ব্যক্তির এ উক্তিটি কত জ্ঞানগর্ভ ।ইসলামের পবিত্র মর্যাদা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। ইসলামের প্রসারের জন্য চেষ্টা-সংগ্রামও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আল্লাহ্‌ মুসলমানদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে রোজা, নামায, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য নেক কাজের মতই কর্তব্য। প্রতেকেরই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে- অবশ্যই পালন করতে হবে। কেহ যদি শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এ জন্য তাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ আয়াতের বাকধারা লক্ষণীয়ঃ

“হালকা এবং ভারী আবস্থা যাই হোক বেরিয়ে পর এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর।”
(সূরা আত-তওবাহ ৯ঃ ৪১)

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা’আলা এ দায়িত্বের রহস্য এবং তাৎপর্য ও বিস্তারিত বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাদের সৃষ্টির নেতৃত্ব, শরীয়তের আমানতদার, পৃথিবীতে তাঁর খলিফা ও রাসূলের ওয়ারেস এবং স্থলাভিষিক্ত করার জন্য মনোনীত করেছেন। তদুপরি তিনি তাদের এমন একটি দ্বীন প্রদান করেছেন, যা মানব প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ তিনি তাদের মজবুত কানুন এবং সহজ আহকাম দিয়েছেন এবং এতে সর্বযুগ ও সর্বস্থানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিশ্ব যেন সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং অবলোকন করতে পারে গোটা মানবতা তাতে স্বীয় কামনা-বাসনা।

“তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমরা তো তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের জাতিভুক্ত। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। পূর্বে যা ছিল বর্তমানে তোমাদের নাম তাই রয়েছে। যাতে রাসূল তোমাদের সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পার।”

ইহা সমষ্টিগত দায়িত্ব। আল্লাহ্ সকল মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্র দাবী হলো, সমগ্র মুসলিম জাতি যেন একক শক্তি ও এক জোট হয়, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক কাতারে দাঁড়েয়। তাঁরা যেন এমন একটি সুসংগঠিত সৈন্যদলে পরিণত হয়, যারা সমস্ত ভ্রান্তির মূলোৎপাটন করবে এবং মানবতাকে ভ্রান্তিমুক্ত করে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

রাতে সাধক দিনে অশ্বারোহী ঃ

রোজা, নামায এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের মধ্যকার সম্পর্ক রহস্যও আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ রোজা এবং নামাযই হলো সমষ্টিগত জিম্মাদারীসমূহের প্রাণ এবং তাদের রূপায়ণের উপকরণ । আর সঠিক আকিদা হলো উভয়ের ভিত্তি। অতএব কেহ সমষ্টিগত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, এই অজুহাতে যেমন ব্যক্তিগত কর্তব্য অবহেলা করতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত, এ অজুহাতে সমষ্টিগত কর্তব্যের অবহেলাও করতে পারে না। এ বক্তব্যটি কত সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট! **"বক্তব্যেও আল্লাহ্ থেকে উত্তম কে আছে?"**

হে মুসলমান! আপন প্রভুর এবাদত করা, দ্বীনকে বিজয়ী ও উন্নত করা, ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তন করা এবং এ পথে অবিরাম চেষ্টা সংগ্রাম করা, সবই তোমার কর্তব্য। এখন তোমরা যদি কিছু কর্তব্য পালন কর আর কিছু অবহেলা কর অথবা পুরাটাই অবহেলা কর, তাহলে আল্লাহ্র এ সাবধান বাণী শুনে রাখঃ

"তোমরা কি মনে করেছ, তোমাদেরকে আমরা অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনিই সত্যিকার মালিক।" (সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ ১১৫-১১৬)

এজন্যেই মহানবীর পবিত্র সাথীবৃন্দ, যারা ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ এবং পরে যারা আমাদের নেক মুরব্বী হয়েছেন, তাঁদের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "রাতে সাধক, দিনে অশ্বারোহী।"

তোমরা এক ব্যক্তিকে দেখছ, সে রাতে নিরালায় মহরাবের ভিতরে নম্রভাবে দন্ডয়মান, তিনি নতশিরে মারখাওয়া শিশুর মত ক্রন্দনরত, ছটফট করছেন, চিন্তার জ্বালায় অস্থির, অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দনরত, অন্তর যেন একটি আক্ষেপে দগ্ধ অবয়ব দন্ডায়মান এবং তাঁর কম্পমান মুখে বারবার উচ্চরিত হচ্ছেঃ হে দুনিয়া! যাও, অন্য কাউকে ধোঁকা দাও । হে দুনিয়া! যাও অন্য কাউকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা কর।"

কিন্তু যখন ভোর হয় এবং সে জিহাদের জন্য বের হয়, তখন তুমি তাকে দেখ, সে আপন ঘোড়ার পিঠে যেন একটি সিংহ যার এক হুংকারে সমগ্র ময়দান গর্জে ওঠে, যার এক পাঁয়তারায় সমগ্র ময়দান কম্পমান হয়ে যায়। আল্লাহ্! আল্লাহ্!! জড়ত্ব ও আত্মিকতার মধ্যে এ কি অদ্ভুত সম্পর্কে? এই হলো সেই শতরংয়ের আয়না, যাতে রয়েছে রূপেরবাহার। শোভা সৌন্দর্যের এমন কোন দৃশ্য নেই যা এ ফুল বাগানে পাওয়া যায় না।

সাংশোধনিক ও সাংগঠনিক সাম্রাজ্যঃ

হে মুসলমান ! এ কারণেই মহানবীর ইন্তেকালের পর মুসলমান পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে।তখন তাদের বক্ষে ছিল কোরআন, অশ্বপৃষ্ঠে ছিল তাদের অবস্থান,হাতে ছিল তলোয়ার, মুখে ছিল সুস্পষ্ট দলিল। মানুষের সামনে তারা তিনটি প্রস্তাবই পেশ করত ইসলাম বা জিযিয়া অথবা যুদ্ধ। যে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে তাদের ভাই হয়েছে। এঁদের অধিকার যা, সেও তার অধিকারী, তাঁদের দায়িত্ব তাহাই। আর যে জিযিয়া প্রদান করে, সে তাদেরই নিরাপত্তার অধীনে, এরা তাকে অধিকার প্রদান করবে, তার ওয়াদা পালন করবে, এর শর্তসমূহ পূরণ করবে, যে ইসলাম গ্রহণ করতে বা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করবে। তার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবেএবং তাকে পরাজিত করা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। **"আল্লাহ্ অবশ্যই আপন নূর পরিপূর্ণ করবেনই।"**

কোন ক্ষমতার লোভে তারা এসব করেননি। কারণ, সুনাম ও সুখ্যাতির প্রতি তাদের অনাগ্রহ সর্বজনবিদিত। যেসব ভ্রান্ত জিনিসের জন্য বিভিন্ন জাতি প্রাণ বিসর্জন দিত তার দ্বীন সে সবের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। তাদেরই একজন তাদের খলিফা হতেন। বাইতুল মাল থেকে সে পরিমাণই পেতেন, যা পেত একজন সাধারণ নাগরিক। তাদের কাজ তারই পরামর্শে সম্পন্ন হতো।এ খলিফার স্বাতন্ত্র্য ছিল একটিই। তা হলো-ঈমানের জুলুস ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা। তার প্রত্যেক কাজে এ স্বাতন্ত্র্যের বহি;প্রকাশ হতো। সম্পদের লোভেও তাদেরকে এসব কাজে প্রেরণা যোগায়নি। কারণ তাদের জন্য এক টুকরা রুটি এবং এক চুল্লি পানিই

তো যথেষ্ট ছিল। রোজা তো তাদের এবাদত ছিলই এমনিও ক্ষুধা তাদের নিকট তৃপ্তির চেয়ে প্রিয় ছিল। তাদের প্রয়োজনের বেশী পোশাকও থাকত না। কারণ, তাদের মনের গহ্বরে সর্বদা তাদের মনীবের বাণী সোচ্চার ছিলঃ

"এবং যারা কুফুরী করেছে তারা ভোগ-বিলাস করছে এবং পশুর মত আহার করছে এবং অগ্নিই তাদের ঠিকানা।"
(সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ ১২)

তাদের স্বীয় নবীর এ ফরমানও তাদের স্মরণ ছিলঃ

"ধ্বংস হোক দীনারের দাসেরা, ধ্বংস হোক দেরহামের দাসেরা এবং নিপাত যাক রেশমের দাস।"

জানা গেলো যে, তারা সুনাম সুখ্যাতির মোহ, ধন-সম্পদের লোভ, বিজয় ও ক্ষমতার অন্বেষণ অথবা কলোনী বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নিয়তে ঘর থেকে বের হননি? তাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছিল একটি বিশেষ পয়গাম-অত্যন্ত মূল্যবান পয়গাম। রাসূলুল্লাহ তাদের এর আমানতদার করে গিয়েছিলেন এবং এজন্য সংগ্রাম ও জিহাদ করার জন্য তারা আদিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীতে যেন বিশৃংখলা থাকতে না পারে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাপ্ত